খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 67 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 21 November, 2025 ● ৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

আগামী ২০ বছরের মাস্টার প্ল্যানে আধুনিক আগরতলা গড়তে উদ্যোগী পুরো নিগম

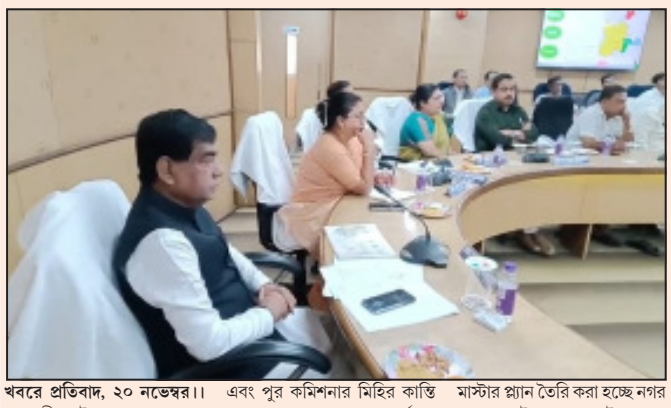

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। আগামী দুই দশকের জন্য আগরতলা স্মার্ট সিটিকে নতুন রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছে আগরতলা পুর নিগম। বৃহস্পতিবার নিগম ভবনের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে শহর উন্নয়নকে কেন্দ্র করে দীর্ঘমেয়াদি মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়রসহ সমস্ত কর্পোরেটর, এমসি সদস্য, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং পুর কমিশনার মিহির কান্তি গোপ। মেয়র জানান, বর্তমান জনসংখ্যার চাপ এবং শহরের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার আগরতলাকে অতিরিক্ত চাপের মুখে ফেলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটনসহ বিভিন্ন পরিষেবার জন্য রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখন আগরতলায় আসেন। ফলে সড়ক, পানি, ট্রাফিকসহ মৌলিক পরিষেবায় চাপ বাড়ছে। এই প্রেক্ষিতে আগামী ২০ বছরে শহরের সম্ভাব্য জনসংখ্যা, প্রয়োজন এবং অবকাঠামোগত চাহিদার ভিত্তিতে একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে নগর দপ্তরের উদ্যোগে। এই খসড়া পরিকল্পনায় কোথায় নতুন মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পাঞ্চল, প্রস্তাবিত পার্ক অথবা গ্রিন জোন তৈরি করা হবেসবই প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শহরের যানজট কমাতে নতুন রাস্তা, রুট রেশনালাইজেশন এবং পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার বিষয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী দুই দশকে বিশুদ্ধ পানীয় জল, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, নগর পরিষেবা সম্প্রসারণের মতো মৌলিক সুবিধাগুলি নিশ্চিত করার রূপরেখা প্রস্তুত হচ্ছে। জনগণের মতামত সংগ্রহের জন্য নোটিফিকেশন জারি হলে এক মাসের মধ্যে দাবি-আপত্তি গ্রহণ করা হবে। বৈঠকে আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মেয়র। রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পুর নিগমকে ৩৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ ব্যয় হবে মেটেরিয়াল কম্পোনেন্টে এবং বাকিটা লেবার কম্পোনেন্টে। এই অর্থ থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডকে ৫০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যাতে ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করা যায়। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ডে বারোটি বিশেষ মেন্ডেজ বা ছোট উন্নয়নমূলক প্রকল্পও ঘোষণা করা হয়েছে। মেয়র দীপক মজুমদার রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই অর্থ বরাদ্দ এবং পরিকল্পনা কার্যকর হলে আগরতলা আগামী দিনের একটি সুসংগঠিত, চাপমুক্ত এবং আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে উঠবে।

পশ্চিম চড়কবাইয়ে উদ্ধার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। পশ্চিম চড়কবাই থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আনুমানিক দুপুর ২টায় বাইখোড়া থানায় খবর আসে যে, পশ্চিম চড়কবাই পশ্চিমপাড়ের এক বাসাবাড়িতে কার্তিক ধর (৪৫) নামের এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে পরিবারের সদস্যরা উনার ঝুলন্ত দেহ নামিয়ে নেন। পরবর্তীতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

শরিকী সংঘর্ষে ফের রণক্ষেত্র খুমুলুঙ, বিজেপি কর্মীর বাড়িতে তাণ্ডব

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। শরিকী সংঘর্ষে খুমুলুঙে আবারও মাথাচাড়া দিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিপ্রা মথার কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে জয় কৃষ্ণ কবরা পাড়ায় বিজেপি কর্মী শহিদ দেববর্মার বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও আক্রান্ত পরিবারের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার সময় শহিদ দেববর্মা বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে একদল দুষ্কৃতী হঠাৎই তার বাড়িতে চড়াও হয়। অভিযোগ, তারা প্রথমে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং টিভি, ফ্রিজ, ইনভার্টারসহ ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। শহিদ দেববর্মার স্ত্রী জানান, হামলাকারীদের থামানোর জন্য তিনি অনুনয়-বিনয় করলেও তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং ভিতরে আরও তাণ্ডব চালায়। ঘটনার খবর পেয়ে রাধাপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে জিরানিয়া মহকুমার এসডিপিও ও পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত এসপি হিমাদ্রি দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে টহল শুরু করে। বর্তমানে গোটা অঞ্চলই উত্তেজনায় থমথমে। সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বেড়ে যেতে পারে। পুলিশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে।

ত্রিপুরায় চলছে বাংলাদেশী আনা নেওয়ার গোপন বানিজ্য পাচারকারী দের হাতেই মার খাচ্ছে বাংলাদেশীরা

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। এদিকে সরকার যখন এসআইআর করে রাজ্যে থাকা অবৈধ বাংলাদেশী দের চিহ্নিত করে তাদের বিতারিত করার পরিকল্পনা করছে সেখানে একটা অংশের সমাজ দ্রোহী ভারতের মাটিতে থেকেই কিছু টাকার লোভে যেচে গিয়ে বাংলাদেশী দের এ পারে আনা নেওয়ার কাজ করছে। আর দাবী অনুযায়ী টাকা না পেলে সেই বাংলাদেশী দের কেই ধরে মার ধর করছে। গুরুতর এই অভিযোগ গুলো করছে খোদ বাংলাদেশী রাই। এবার এমনই এক আক্রান্ত বাংলাদেশী যুবক কে উদ্ধার করে এনেছে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তর। কাঁদতে কাঁদতে সে জানিয়েছে কিভাবে তাকে চোখ মুখ বেঁধে এপারে এনে কাজের সন্ধান দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে এপারের কিছু সমাজ বিরোধী ও দেশ দ্রোহী। অভিযোগ ১৯শে নভেম্বর বুধবার, বাংলাদেশ কক্সবাজার থেকে আব্দুল শুক্কুর বাবার নাম এমডি নুর আলম, থানা ওড়িয়া থেকে ভারতে কাজ দেবার নাম করে নিয়ে আসে পাচারকারীরা। পরবর্তী সময়ে ২০ লক্ষ টাকা দাবী করে তার কাছে। সেই টাকা না দেওয়ায় তাকে মারধর করে বিশালগড় চেলিখলা বাজারে ফেলে যায় ঐ পাচার কারীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে খবর দেয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদেরকে। দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সে জানায় তাকে কাজ দেবার নাম করে জন কয়েক মিলে তাকে এপারে অবৈধ ভাবে

নিয়ে আসে। তখন তার মুখ , চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। এর পর তাকে ২০ লাখ টাকা জোগাড় করে দেবার জন্যে চাপ দেয় তারা। সেই টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায় আব্দুল শুক্কুর কে বেধড়ক মারধোর করা হয়। রাজ্য সরকার বারবার অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে আলোচনা করছে বটে। কিন্তু এই মানব পাচার চক্রের সাথে যে এই ভূভারতেরই একাংশ সমাজ দ্রোহী যুক্ত আছে সে খবর কি জানেনা রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ? তাহলে কেন এই মানব পাচার কারী দের কে চিহ্নিত করা হচ্ছে না ? বিশেষ করে বিশালগড় মহকুমায় এধরণের একাধিক ঘটনা ঘটার খবর রয়েছে। একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতা দের ও মানব পাচার কাণ্ডের সাথে সংযোগ থাকার খবর রয়েছে। তথাপি পুলিশের ভূমিকা শূন্য। এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে মানুষের মধ্যে। ততসঙ্গে আবারো নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কেবল মাত্র এপারের মানুষ নন, উপারের নিরপরাধ মানুষ জনদের ও ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের কে নির্য্যাতন করার মতো ঘটনা চরম নিন্দাজনক। রাজ্য সরকার এধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিক, এমনটাই আপাতত দাবী শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের।

মনুয়া টিলার জঙ্গলে গোপন অভিযানে ১৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। ভবানীপুর মনুয়া টিলার ঘন জঙ্গলে আবারও বড় ধরনের

নেশা বিরোধী অভিযান চালাল যাত্রাপুর থানা ও বিওপিগুলোর যৌথ বাহিনী। বৃহস্পতিবার ভোরের আলো ফোটার আগেই ৪৫ জনের একটি বিশেষ দল জঙ্গলের দিকে রওনা দেন। সঙ্গে ছিলেন ওসি সিতি কন্ট বর্ধন, কৈয়া টিলা বিওপির কমান্ড্যান্ট সঞ্জয় হালদার এবং নিউ নিদয়ার কমানি কমান্ডেন্ট দীপঙ্কর সাহা।সূত্রে জানা যায়, জঙ্গলের পাঁচটি আলাদা প্লটে গোপনে চাষ করা হয়েছিল বিশাল আকারের গাঁজার ক্ষেত। টানা আড়াই ঘণ্টার অভিযান শেষে মোট ১৫,০০০ গাঁজা গাছ কেটে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। এরপর সকাল ৯টার দিকে পুরো দলটি থানায় ফিরে আসে।নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কঠোর অবস্থানের ফলেই যাত্রাপুর থানা এলাকায় এমন সফলতা বারবার ধরা পড়ছে। এ বিষয়ে ওসি সিতি কন্ট বর্ধন বলেন, ''মানুষের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে নেশার বিরুদ্ধে লড়াই থামবে না। সামনে আরও বড় অভিযান আসছে।''এদিনের অভিযানে এসআই প্রীতম দত্ত, এসআই কাফু রায় দের্বমা, অমর কিশোর দের্বমা সহ থানার পুলিশ ও টি.এস.আর জওয়ানরা একসঙ্গে অংশ নেন।

বামুটিয়ায় প্রয়াত বাম নেতা জ্যোতিলাল দত্তের স্মরণ সভা

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। বামুটিয়া কালি বাজার এলাকার সিপিআইএম পার্টি অফিসে আজ অনুষ্ঠিত হলো রাজ্যের প্রখ্যাত বাম নেতা ও অবিভক্ত সদর জেলা কমিটির সাবেক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জ্যোতিলাল দত্তের স্মরণ সভা। গত ১৫ নভেম্বর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে স্মরণ করতে এদিনের সভার আয়োজন করে সিপিআইএম মহকুমা কমিটি। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত, সাবেক বিধায়ক ও অর্থমন্ত্রী ভানু লাল সাহা সহ বহু নেতাকর্মী। অনুষ্ঠানে পুরুষ-মহিলা সহ অঞ্চলের অসংখ্য বাম কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত হয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় বক্তারা জ্যোতিলাল দত্তের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ও সংগঠন গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মৃতিচারণ করেন। মূল বক্তৃতায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, বামুটিয়া অঞ্চলে শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত ও কৃষিনির্ভর মানুষের মধ্যে বামপন্থী আন্দোলনকে শক্ত ভিত্তি দিতে জ্যোতিলাল দত্ত বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, একসময় কংগ্রেসের একচ্ছত্র প্রভাব থাকলেও কমিউনিস্ট কর্মীদের ত্যাগ, সংগ্রাম ও মানুষের সমস্যার পক্ষে নিরলস লড়াই জনগণের মনোভাবকে বদলে দেয়। আক্রমণ, মামলা, হামলা সত্ত্বেও লাল পতাকা না ছাড়ার সেই মনোভাবই এলাকায় বিকল্প বামপন্থী শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করে। মানিক সরকার আরও বলেন, কংগ্রেসের নানা বাধা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সুরেন্দ্র রায়, পান্ডু মজুমদারদের পাশাপাশি জ্যোতিলাল দত্ত সংগঠনের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হলেও তাঁর আদর্শ ভবিষ্যৎ সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জোগাবে। জ্যোতিলাল দত্তের প্রয়াণে বামুটিয়া সহ সমগ্র অঞ্চলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আগামী দিনে বাম আন্দোলনের কর্মীদের পথ দেখাবে। স্মরণ সভায় উপস্থিত নেতৃত্ব ও কর্মীরা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেনজ্যোতিলাল দত্তের আদর্শ, ত্যাগ ও লড়াইয়ের পথ অনুসরণ করেই তাঁরা জনগণের সমস্যার সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন।

গর্জিতে আটক নেশা কারবারী, গণ প্রহারের পর তুলে দেওয়া হলো পুলিশের হাতে

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। নেশার করালগ্রাসে আঁশটে পিষ্টে জড়িয়ে পড়ছে ত্রিপুরার যুবসমাজ। দিকে দিকে ধরা পড়ছে নেশা কারবারী। এবার এমনই এক নেশা কারবারী ধরা পড়েছে উদয়পুর গর্জি এলাকায়। ২০শে নভেম্বর বৃহস্পতি বার আবারো ধরা পরল গর্জি তুলামুড়া স্ট্যান্ডে এক নেশা কার বাড়ি। নাম হরি শীল পিতা নিতাই শীল বাড়ি গর্জি ফাড়ি থানার অন্তর্গত উত্তর কালা বন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইস পারা এলাকায় বলে খবর। নেশা কারবার করতে করতে প্রচুর বিষয় সম্পত্তির মালিক হরি শীল। তার নাকি আবার তিন তিনটি গাড়ি ও রয়েছে। বৃহস্পতিবার আচমকা সে স্থানীয় লোকের হাতে ধরা পরে যায়। স্থানীয় যুবকরা হাতেনাতে তাকে নেশা কারবার করতে গিয়ে ধরে ফেলে। তাকে ধরে বেদুম প্রহার করে এলাকার ছেলে যুবারা। পরিশেষে তার মাথার চুল কেটে তাকে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। জানা গেছে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা গেছে প্রায় পঞ্চাশ কৌটা ড্রাগস। পরবর্তী সময়ে থানায় খবর পাঠায় স্থানীয়রা। থানার পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে তুলে নিয়ে যায়। ভর দুপুর বেলায় নেশা কারবারী আটক হবার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আমজনতারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে পুলিশের উপর। তাদের অভিযোগ এধরণের নেশা কারবারী দের খবর পুলিশ জানেন। কিন্তু পুলিশ বারবার তাদের কে গ্রেফতার করেও ছেড়ে দেয়। পুলিশ কি করে? কেন ধরেও ছেড়ে দেয় তাদের , সেটাই প্রশ্ন। উল্লেখ্য, এদিন ছিল গর্জি এলাকার হাট বাজারের দিন। এদিন স্বভাবতই বাজার এলাকায় লোক সমাগম বেশি থাকে। এই অবস্থায় হরি শীল দের মতো নেশা কারবারি রা তাদের অবৈধ বানিজ্য আরও প্রসারিত করার সুযোগ খুঁজে পায়। তাই এধরণের নেশা কারবারী দের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

টিআরটিসির অব্যবস্থাপনায় ক্ষোভ বাড়ছে, কৈলাসহরে বন্ধ বাস পরিষেবা

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। টিআরটিসির চরম অব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে কৈলাসহরে জনমনে ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ১৯৮৮ সালে নির্মিত কৈলাসহর টিআরটিসি অফিস ভবনটি গত ৩৭ বছরে একদিনও সংস্কার না হওয়ায় আজ কার্যত জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ভবনের দেয়াল ভেঙে পড়ছে, চারপাশ জুড়ে আগাছার জঙ্গলযা সরকারি সম্পত্তির প্রতি চরম উদাসীনতার পরিচায়ক। এদিকে গত বারো দিন ধরে কৈলাসহর—ধর্মনগর রুটে এবং সাত দিন ধরে কৈলাসহর—কুমারঘাট রুটে টিআরটিসি বাস পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। ফলে সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। যেখানে ভাড়া ছিল মাত্র ৩০ টাকা, সেখানে এখন বেসরকারি গাড়িতে ৬০—৭০ টাকা গুনতে হচ্ছে। অফিস প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে দুটি বাস, আর পিছনের দিকে আগাছায় ঢেকে রয়েছে আরও একটি বড় বাস, যা তিন—চার মাস ধরে অকেজো অবস্থায় আছে। কুমারঘাট রুটের বাসটির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবং অতিরিক্ত তেল-মবিল খরচের কারণে চালকরা রাস্তায় নামতে অনীহা প্রকাশ করছেন।

আগরতলা-শিলচরগামী ট্রেনের সাথে মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৩, রেল কর্তৃপক্ষের দাবি এটি অ-অনুমোদিত রেল ক্রসিং

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।।। আগরতলা-শিলচরগামী ট্রেনের সাথে একটি পণ্যবাহী বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার লংতরাইভ্যালী মহকুমার সিন্ধু কুমার পাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, আগরতলা—শিলচর রুটে অমবাসা—মনু সেকশনে একটি অ-অনুমোদিত রেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি বন্ধ করতে চেয়েছেন তারা, কিন্তু স্থানীয়দের দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হয়েছেন। অপরদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ, রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তারা বার কয়েক এ এলাকায় রেল ক্রসিং গেইট নির্মাণের দাবি জানিয়েছে। ঘটনার ক্রসিং গেইট নিয়ে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রেলক্রসিং এলাকা পার হওয়ার সময় ট্রেনটি সজোরে বোলেরো গাড়িটিকে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড আঘাতে ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে

উদ্ধারকাজ শুরু করে। মৃতদেহগুলি মনু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। দুর্ঘটনায় মৃত তিনজন হল যথাক্রমে প্রদেশ দেববর্মা(৫০), সাকুরাই দেববর্মা(২৪), তাদের দুজনের বাড়ি আমপুরা, খোয়াই, অপরজন দিনা দেববর্মা(২৫), তার বাড়ি ফালগুনাপাড়া, কল্যাণপুর খোয়াই এলাকায়। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটির নাম্বার টিআর০৬-এ — ১৬১২। এবিষয়ে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুপুর প্রায় ১টা ১২ মিনিটে ডিএন -১৫৬৬৩ আগরতলা—শিলচর এক্সপ্রেস যখন ওই সেকশন দিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই হঠাৎ একটি মিনি ট্রাক অনুমোদনহীন রেলক্রসিং দিয়ে লাইন পার হওয়ার চেষ্টা করে। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের ইঞ্জিন মালবাহী গাড়ি টিতে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালকসহ আরও দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণে ট্রেনটির চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটলেও প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে মালবাহী গাড়ীটিকে লাইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ১টা ৩৪ মিনিটে ট্রেনটি পুনরায় যাত্রা শুরু করে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, ঘটনাস্থলটি একটি অ-অনুমোদিত রেলক্রসিং, যেটি বন্ধ করতে অতীতে বহুবার চেষ্টার পরও স্থানীয়দের বাধার কারণে সফল হওয়া যায়নি। এমনকি গত ৫ অক্টোবর আগরতলা থেকে রেল বিভাগের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা গিয়ে স্থলটি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখনও তারা বাধাপ্রাপ্ত হন।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও অবৈধভাবে রেললাইন পারাপার অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এর ফলে মূল্যবান প্রাণহানি ঘটে। ভারতীয় রেল অ্যাক্ট অনুযায়ী অনুমোদনহীনভাবে রেললাইন পার হওয়া একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে স্থানীয়দের দাবি, এই এলাকায় রেল ক্রসিং গেইট নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তারা দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মানতে নারাজ। এই এলাকার রেল ক্রসিংটি স্থানীয়দের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই এলাকায় একটি বৈধ ক্রসিং লাইন নির্মাণের দাবী জানানো হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরেই।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বাংলা

বিদ্যাসাগর আজও অম্লান

পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক, লেখক, শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বার্ষিকী রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শ্রদ্ধায় মননে পালিত হইয়াছে। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাহার প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই লাভ করেন বিদ্যাসাগর উপাধি। বাংলা ও ইংরেজিতেও বিশেষ দখল ছিল তাহার। পাঁচ বছর বয়সে সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের পড়াশোনা শুরু। আট বছর বয়সে বাবার সঙ্গে হাটিয়া তিনি কলকাতা যান এবং শিবচরণ মল্লিকের পাঠশালায় এক বছর পড়েন।সংস্কৃত কলেজে ১২ বছর অধ্যয়ন করেন এবং ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এসব বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। পড়ালেখা শেষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিত পদে যোগ দেন। পাঁচ বছর পর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন।সংস্কৃত কলেজ তাহার সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করগলে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার। তিনি জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ ও সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'বর্ণপরিচয়', 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রভৃতি। অনুবাদ : 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (হিন্দি থেকে), 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' (শেকসপিয়ারের কমেডি অব এরস)। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি কাজে বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন।যুগে যুগে বাংলার বুকে যে সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, হৃদয়বত্তা মানবসমাজে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হিমালয়ের মতো বিশাল ও উন্নত মনের মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলেন না, করুণার সিন্ধুও ছিলেন। জন্ম, পারিবারিক পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন :- মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বরে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা ভগবতী দেবীর সংসার ছিল দরিদ্র কিন্তু মা ভগবতী ছিলেন করুণার প্রতিমূর্তি।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **টি এম সি :** ২৩৭০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ :** ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আই জি এম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটিন ক্লাব :** ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, **তরুন সংঘ :** ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। **শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-** ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, **ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা :** ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, **সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা -** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **সমাজ কল্যাণ সংঘ -** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **ব্লু লোটাস ক্লাব-**৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **নব অঙ্গীকার :** ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩৮-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৮৫, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** ১৯১২, **বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া :** ৯৪৩৬১২৪৪৯২, **এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইণ্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫।

তাদের আরও স্মার্ট হওয়া প্রয়োজন

১৯৬৫ সালে মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন দেশটির টেলিভিশনে 'গেট স্মার্ট' নামে একটি কমেডি সিরিজ শুরু হয়েছিল। জনপ্রিয় ওই শোতে গোপন এজেন্ট ম্যাক্সওয়েল স্মার্টকে দেখানো হয়েছিল, যিনি মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা 'কন্টোল'-এর প্রধান শত্রু ক্যাওসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ক্যাওস ছিলেন মূলত রাশান।

সম্প্রতি র‍্যান্ডের গবেষণায় বলা হয়েছে, রাশিয়া একটি সুসজ্জিত দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র, যারা বৈশ্বিক শৃঙ্খলাকে নষ্ট করতে চায়, তবে তারা আর খুব বেশি দিন মাস্তানি করার আশা করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, তারা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে এখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে।

রাশিয়ার হুমকির ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন বেশ সতর্ক। কিন্তু জি-৭ এবং ন্যাটো সম্প্রদায় বলছে, রাশিয়া সম্প্রতি আমেরিকা ও ইউরোপকে লক্ষ্য করে সাইবার হামলা চালানোর দিকে মনোনিবেশ করেছে। রাশিয়া তার প্রভাব বাড়াতে এবং উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থাকে খর্ব করতে দুনিয়াব্যাপী এক দুর্দান্ত কৌশল নিয়েছে। তবে তাদের এ কৌশল যথেষ্ট নয়।

প্রথমত, রাশিয়ার কৌশল হচ্ছে পশ্চিমাবিদ্বেষী সরকার বা জঙ্গি বাহিনীকে সমর্থন করা এবং চলমান সংঘাতগুলোকে উসকে দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের কথা বলা যায়। সেখানে প্রেসিডেন্ট ফাউস্টিন আরচেঞ্জ তুয়াদেরাকে রাশিয়া সামরিক ও রাজনৈতিক সহায়তা দিচ্ছে। বিনিময়ে সেখানকার খনিগুলো থেকে সোনা ও রুপা তুলে নিচ্ছে রাশিয়া। একইভাবে লিবিয়াতেও রাশান সরকার এবং ওয়াগনার গ্রুপের মতো ভাড়াটে ঠিকাদারেরা বিদ্রোহী জেনারেল খলিফা হাফতারকে সমর্থন-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। হাফতার হচ্ছেন লিবিয়ার সেনা কমান্ডার এবং জাতিসংঘ-স্বীকৃত সরকারের শত্রু হিসেবে পরিচিত। হাফতারকে সমর্থন দেওয়ার ফলে লিবিয়ার তেল, পরিবহন ও প্রতিরক্ষা খাতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া এই একই কৌশল খাটিয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে।

রাশিয়ার দ্বিতীয় কৌশল হচ্ছে অস্ত্র বিক্রয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার ও ভিয়েতনামে তারা অস্ত্র বিক্রি করছে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নিচ্ছে, আর সেই সুযোগে সেখানে মহাসমারোহে অস্ত্রের বাজার খুলে বসেছে রাশিয়া। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ও সম্মেলনের সময় সংযুক্ত আরব আমিরাত রাশিয়ার কাছ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থের অস্ত্র কিনেছিল। এক দশক ধরে মিসরও রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার পরিমাণ বাড়িয়েছে। এ বছরের শুরুতে যখন জো বাইডেন প্রশাসন সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে স্থগিত করল, তখন সৌদি রাশিয়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

প্রকৃত গুণী মানুষেরা এমনই হন— তাই না ?

আমজাদ আলি খান একজন স্বনামধন্য ভারতীয় সরোদবাদক তথা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ। আমজাদ আলি খানের জন্মও এক স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে। ১৯৬০-এর দশক থেকে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। ২০০১ সালে তাকে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণে ভূষিত করা হয়।

১৯৪৫ সালের ৯ অক্টোবর গোয়ালিয়রে আমজাদ আলি খানের জন্ম হয়। তার জন্মগত নাম ছিল মাসুম আলি খান। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়র রাজসভার সভাগায়ক হাফিজ আলি খান ও রাহাৎ জাহানের ছয় সন্তানের কনিষ্ঠতম। তার পরিবার বঙ্গাশ ঘরানার উত্তরপুরুষ যাঁরা নিজেদের সরোদের আবিষ্কর্তা বলে দাবি করেন। এক সাধু তার নাম পরিবর্তন করে আমজাদ রাখেন। পিতার নিকট আমজাদ সঙ্গীতে তালিম নেন। তিনি অত্যন্ত অল্পবয়স থেকেই নানা স্থানে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শুরু করেন।

১৯৬৩ সালে আমজাদ আলি খান প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরোদ বাজান। ২০০০-এর দশক পর্যন্ত এদেশে একাধিক অনুষ্ঠানে তাকে সপুত্র সরোদ বাজাতে দেখা গেছে। সারা জীবন ধরে তিনি তার বাদ্যযন্ত্রের উন্নতিতে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। আমজাদ আলি খান হংকং ফিলহার্মোনিক অর্কেস্ট্রায় সরোদ বাজিয়েছেন এবং নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৮৯ সালে আমজাদ আলি খান সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ভারত সরকার তাকে ১৯৭৫ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৯১ সালে পদ্মভূষণ ও ২০০১ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। ২০০৪ সালে তিনি লাভ করেন ফুকুওকা এশীয় সংস্কৃতি

পুরস্কার।গু৩ণ্ণ ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ম্যাসাচুসেট ২০ এপ্রিল তারিখটিকে আমজাদ আলি খান দিবস ঘোষণা করেছিল।গু৪ণ্ণ ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হস্টন, টেক্সাস, ন্যাশভিলে, টেনেসি তাকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করে। ২০০৭ সালে টুলসা, ওকলাহামাও তাকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেয়।

১৯৮৯ সালে আমজাদ আলি খান সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ভারত সরকার তাকে ১৯৭৫ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৯১ সালে পদ্মভূষণ ও ২০০১ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। ২০০৪ সালে তিনি লাভ করেন ফুকুওকা এশীয় সংস্কৃতি পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ম্যাসাচুসেট ২০ এপ্রিল তারিখটিকে আমজাদ আলি খান দিবস ঘোষণা করেছিল। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হস্টন, টেক্সাস, ন্যাশভিলে, টেনেসি তাকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করে। ২০০৭ সালে টুলসা, ওকলাহামাও তাকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেয়।গু৯ণ্ণ

আমজাদ আলি খান ১৯৭২ সালে ডায়াবেটিস আক্রান্ত পিতার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার সেবা করেছেন। এই সময় তার পরিবার তার বিবাহ দিলেও তা ব্যর্থ হয়। পরে ১৯৭৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আমজাদ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ভরতনট্যম শিল্পী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়াকে। শুভলক্ষ্মী ছিলেন অসমের বাসিন্দা। বিবাহের পর তিনি নাচ ছেড়ে দেন। তাদের দুই পুত্রের জন্ম হয় — জ্যেষ্ঠ পুত আমান ও কনিষ্ঠ পুত্র আয়ান। দুজনেই পিতার নিকট সঙ্গীতে তালিম নেন।আমজাদ আলি খান মুসলমান হলেও তার স্ত্রী হিন্দু। গোয়ালিয়ারে তার পৈতৃক ভবনটি এখন একটিসঙ্গীত চর্চা কেন্দ্র। বর্তমানে তিনি সপরিবারে নতুন দিল্লিতে বাস করেন।জীবনের প্রথমদিকে আমজাদ আলি খানের পরিবার তাঁর বিয়ে দিলেও সেই বিয়ে টেকেনি। পরে নামী ভারতনাট্যম শিল্পী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়াকে বিয়ে করেন আমজাদ আলি খান। যিনি কিনা আদপে অসমের বাসিন্দা। তবে আমজাদকে বিয়ে করলেও ধর্মান্তরিত হতে হয়নি। শুভলক্ষ্মীকে বিয়ে নিয়ে আমজাদ আলি খান বলেন, 'হিন্দু-মুসলিম বিয়ে আমাদের দেশে মোটেও সহজ নয়, সেসময়ও ছিল না। আর এখন তো নয়ই। তবে ভালোবাসা ধর্ম দেখে তো আসেনা। এটা উপরওয়ালার খেলা। আমাদের এই দুজনের সংসারে সবথেকে বড়ো কথা, আমরা একে অপরকে আমরা বুঝি। সেটা একই ধর্মে বিয়ে হলেও অনেক সময় হয় না। আবার ভিন্ন ধর্মে বিয়ে হলেও হয়না।

তাঁর কথায় - 'ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এতটাই অপূর্ব এবং বিস্ময়কর যে, এর জ্ঞান এবং শুদ্ধতা অর্জনে একজন তাঁর সারা জীবন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে এবং তারপরও অনুভব করতে পারে সে কেবল সমুদ্রের একটা ফোঁটা কেবল স্পর্শ করতে পেরেছে। এই খোঁজা এবং আবিষ্কারের পাশাপাশি শেখাটাও কখনো বন্ধ হয় না।'

তাঁর সরোদের সুরের মূর্ছনায় ভেসে যায় আপামর বিশ্ববাসী। চারিদিকে যখন এক অতিমারীর ভয়ের আবহ, তখন ফের তাঁর সরোদ মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঞ্চার করে। 'কনসার্ট ফর হোপ' -এ তাঁর সরোদ বেজে উঠতেই মোহিত হন বিশ্ববাসী। তিনি ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, বিশ্বের অন্যতম সেরা সরোদবাদক।

প্রচলিত আছে যে তাঁর এক পূর্বপুরুষই সরোদ আবিষ্কার করেন। গোয়ালিয়রের রাজসভার সভাগায়ক উস্তাদ হাফিজ আলী খান এবং রাহাত জাহানের ছয় সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান আমজাদ আলী খান। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয়েছিল মাসুম আলী খান। কিন্তু এক সন্ত তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন আমজাদ। বঙ্গাশ ঘরানার এই শিল্পীর খুব ছোট বয়স থেকে বাবার কাছে সরোদ শিক্ষার শুরু হয়।তাঁর কথায়...'আমার বাবার কাছে সংগীতের বাইরে জীবনের অন্য কোনো মানে ছিল না। তাঁর কাছে জীবন নিজেই এক সংগীত এবং সংগীত হচ্ছে জীবন। এবং আমিও, প্রকৃতিগতভাবে এসেছি পাঁচ পুরুষের এই সাংগীতিক ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যেতে...'

মাত্র ছ বছর বয়সে তিনি এককভাবে বাজিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। দশ এগারো বছর বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে সরোদ বাজাতে শুরু করেন। তারপর থেকে একটানা সত্তর বছর ধরে বাজিয়ে চলেছেন। ১৯৬৩ সালে প্রথমবার আমেরিকায় পারফর্ম করেন। সরোদ নামক অসাধারণ এই যন্ত্রটিকে টিকিয়ে রাখা এবং জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে যাঁদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে ওস্তাদ আমজাদ আলী খানের নাম অন্যতম। ''সরোদ'' শব্দটির অর্থ সুন্দর সুর বা মেলোডি। আমজাদ আলী খান এই সুরকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্বে। ২০১৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার কনসার্টে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ... ভারতের এই তিনটি সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানেই তাকে ভূষিত করা হয়েছে। ইউনেস্কো পুরস্কার সহ বিশ্বের বহু পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ওয়ার্ল ইকনমিক ফোরামের ক্রিস্টাল অ্যাওয়ার্ড ও পেয়েছেন তিনি। ইউনিসেফের জাতীয় প্রচারদূতও হন তিনি। বিদেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ইউকের ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি এবং সিয়াটলের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্কের স্টোনি ব্রুক ইউনিভার্সিটিতে তিনি সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন।

তাঁর দুই পুত্র আয়ান আলী এবং আমান আলী দুজনেই তাঁর সার্থক উত্তরসূরি।তাঁর বাবা উস্তাদ হাফিজ আলীর সঙ্গে সখ্য ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁদের স্মরণে এবং সম্মানে আরেক বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্রর সঙ্গে তিনি একটি অ্যালবাম তৈরি করেন যে অ্যালবামে রয়েছে সুচিত্রা মিত্রের গানের সঙ্গে ওস্তাদ আমজাদ আলী খানের সরোদ। নিজে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য রাগ। দেশি-বিদেশি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়েছে।প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা বই 'মাস্টার অন মাস্টার্স'...

খুব কম কিন্তু অত্যন্ত ট্যালেন্টেড এবং ডিভোটেড কয়েকজন ছাত্রকে তিনি সরোদের তালিম দেন যাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক নেন না।কলকাতা তাঁর অতি প্রিয় শহর। বহু সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন কলকাতায় অনুষ্ঠান করে তিনি সবথেকে বেশি আনন্দ পান।এত পুরস্কার এত সম্মানপ্রাপ্তির পরও বিনয়ী এই শিল্পী বলেন...'সঙ্গীতের যে উত্তরাধিকার আমার পিতাজীর কাছ থেকে পেয়েছি তাইই আমার পরম সম্পদ। আমি প্রকৃত অর্থে শিল্পী হতে চাই... ভালো, আরো ভাল, আরো আরো ভাল হতে চাই'...

প্রকৃত গুণী মানুষেরা এমনই হন— তাই না?

আমাদের ছোট্ট মেয়েটি আমাদের দেশ

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস হলো একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ, যা প্রতি বছর অক্টোবর ১১ তারিখে পালিত হয়। এই দিনটি বিশ্বজুড়ে নারী ও মেয়ে শিশুদের সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি, যেমন লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, শিক্ষার অভাব এবং স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা, তুলে ধরে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়ন, তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য তাদের সমান সুযোগ ও সম্মান প্রদান করা। এই দিনটি মেয়ে শিশুদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালনের মূল কারণগুলো হলো: সারা বিশ্বে মেয়ে শিশুরা আজও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও অসাম্যের শিকার হয়। এই দিনটি সেই বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানায়।

মেয়ে শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য এই দিনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তাদের নিজস্ব অধিকার ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

মেয়ে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই দিনটি সাহায্য করে। মেয়ে শিশুদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদান করা এই দিনের অন্যতম লক্ষ্য।

এই দিনটির মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করা হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। প্রথমদিকে একটি এনজিও এই দিবসটি পালনের প্রস্তাব আনে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রসংঘ এটিকে অনুমোদন করে। বিশ্বব্যাপী মেয়ে শিশুদের অধিকার ও তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই দিনটির সূচনা হয়। ২০১২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। প্রতি বছর ১১ অক্টোবর পালিত হয় দিনটি। শিশু কন্যা রক্ষার বার্তা

প্রচার কারই হল এই দিনটি উদ্দেশ্য। ২০১২ সালে ১১ অক্টোবর প্রথম পালিত হয় দিনটি। এছর পালিত হচ্ছে দশম তম আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস।

জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থাগুলো বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে, নারীর প্রতি সহিংসতা, শিশু কন্যা রক্ষা সংক্রান্ত বার্তা দিতেই পালিত হয়ে থাকে। মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে প্রচার চালানো হয় এই দিন। ২০১১ সালে ১৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ১১ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক কন্য সন্তান দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেই থেকে পালিত হয়ে আসছে দিনটি। মেয়েদের জীবনের পথ সব সময় সহজ হয় না। নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাদের। কখনও অস্তিত্বের জন্য লড়াই করতে হয় তো কখনও ক্ষমতার জন্য। আবার কিছু লোকের কু নজর থেকেও বাঁচতে লড়াই করতে হয় প্রতি মুহূর্তে। মেয়েদের এই লড়াইকে সম্মান জানাতে ও শিশু কন্যাদের রক্ষা করতে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস।

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসে একটি নির্দিষ্ট করে থিম থাকে। এবছর ইউনিসেউ কর্তৃক নির্বাচিত থিম হল 'আমাদের সময় এখন- আমাদের অধিকার, আমাদের ভবিষ্যত'। এই দিনটি প্রসঙ্গে ইউনিসেফ তার ওয়েব সাইটে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তার হল, মেয়েদের অধিকারে বিনিয়োগ সীমিত রয়ে গিয়েছে এবং মেয়েরা তাদের সম্ভাবনা পূরণের জন্য অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে চলেছে। পরিস্থিতি জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড ১৯ এবং মানসিক সংঘাতের সমসায়মিক সংকটের কারণে রও খারাপ হয়েছে।

জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে ১ কোটি মেয়ে বাল্য বিবাহের শিকারের সম্ভাবনায় আছে। মেয়েরা যৌন শোষণের প্রাথমিক শিকার ও বিশ্বব্যাপী প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জন মেয়ে শিক্ষা, কর্ম সংস্থান বা প্রশিক্ষণের শুযোগ পায় না। যে খানে এই সংখ্যা ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ জনে ১ জন। এই সমস্যা প্রসঙ্গে সতর্ক করতেই পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। মেয়েদের অধিকার রক্ষা করা ও সেই অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি বছর ১১ অক্টোবর পালিত হয় এই বিশেষ দিনটি।

কন্যা ভ্রূণহত্যা, নাবালিকার বিয়ে দিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা এ দেশে যেমন আকছার ঘটছে, তেমনই সারা বিশ্বজুড়েই লিঙ্গসাম্য নিয়ে অনেক প্রচার, অনেক কর্মসূচি চললেও শিশুকন্যাদের নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা, এই একুশ শতকেও ঘটছে। কন্যা এবং পুত্র সন্তানের মধ্যে বৈষম্য প্রতি ঘরে ঘরে। সেই বৈষম্য দূর করতেই ২০১২ সাল থেকে একটি দিন আলাদা করে শিশুকন্যাদের জন্য পালন করার কথা ভেবেছে ইউনেস্কো।শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এই সমস্ত নিরিখেই সমাজের শিশু কন্যারা এখনও বঞ্চিত, অবহেলিত। সে''সব নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এই বিশেষ দিনের উদযাপন।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও কন্যা ভ্রূণহত্যা ও কন্যা শিশু হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। আজও এই অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন কোনায়, নানা ভাবে মানুষকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক ও সচেতন করার উদ্দেশেই এই দিবস পালন। সচেতনতা প্রচারের জন্য কয়েক বছর ধরে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ করে আসছে।

শিশুকন্যাদের অধিকার ও তাদের লেখাপড়া শেখানো, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নানা পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। দেশজুড়ে এ ব্যাপারে নানা অনুষ্ঠান হয়, মূলত হয় সচেতনতা শিবির ও সেমিনার, যেখানে তুলে ধরা হয় শিশু কন্যাদের স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ দেওয়ার কথা।এই দিন পালনের উদ্দেশ্য হল, মেয়েদের এখনও পদে পদে যে বাধা পার হতে হয় সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। শিশুকন্যাদের অধিকার ও তাদের লেখাপড়া শেখানো, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নানা পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র।

আমাদের ছোট্ট মেয়েটি আমাদের দেশ , সেই আমাদের সৌন্দর্য্য , আমাদের আশা , স্বপ্ন ঘিরে থাকা ভবিষ্যৎ। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সত্যি কথা যে , কাব্যে-সাহিত্যে , সোশ্যাল মিডিয়ায় , খাতায় কলমে যতই কন্যাশিশু কিংবা নারীদের জয়গান করা হোক না কেন এখনো লিঙ্গ বৈষম্য সমানতালে চলছে। এখনো কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয়। এখনো বসে ট্রামে ট্রেনে কন্যাদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। আমাদের সমাজ এখনো কন্যা শিশু জন্মালে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শঙ্কিত এই ভেবে নয় যে তারা কন্যা শিশু ভালোবাসেন না , শঙ্কিত এই ভেবে যে কন্যাশিশুটি তার বেঁচে থাকার নিরাপদ পরিবেশ পাবে কিনা। এইসব কথা মাথায় রেখেই ২০১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় কন্যা শিশু দিবস পালনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ও ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস গোটা বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘ রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবছর ১১ অক্টোবর তারিখে পালন করে। এই দিবসকে মেয়েদের দিনও বলা হয়।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার মধ্যে কানাডার '' প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল''নামের বেসরকারি অনুষ্ঠানের পৃষ্টপোষকতায় প্রথম 'কারণ আমি একজন মেয়ে' নামক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কন্যা শিশু দিবসের ধারণা জাগ্রত হয়েছিল। ২০১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে এই প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় ও ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়। প্রথম কন্যা শিশু দিবসর থিম ছিল "বাল্য বিবাহ বন্ধ করা"। দ্বিতীয় বার, ২০১৩ সালে থিম ছিল "মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্র অভিনব করে তোলা"।

এই দিবসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লিংঙ্গ বৈষম্য দূর করা। এছাড়াও শিক্ষার অধিকার, পরিপুষ্টি, আইনি সহায়তা ও ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক বাল্যবিবাহ রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এই দিবসের সূচনা।

বিশ্বব্যাপী কিশোর বয়সের মেয়েরা দেশ কালের সীমানাতে অভিনবত্ব ও নতুন পথের দিক নির্দেশক হিসাবে তাদের শক্তিকে তুলে ধরে। ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসটি তাদের যে যে দাবিগুলিতে মনোনিবেশ করবে , সেগুলি হল:-

লিঙ্গ-বৈষম্য, ক্ষতিকর অভ্যাস, এইডস ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকা , যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জন করা যা তাদের ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক হবে ,

সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার পরিবেশ

রচনা। কিশোর-কিশোরী কিংবা নারী --- নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলি যেন অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলি শেয়ার করে যাতে , সমস্ত সম্প্রদায় এবং জাতিগুলি লিঙ্গ সমতা সহ ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আসুন অন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তাদের নেতৃত্ব, ক্রিয়া এবং প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি।আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসে যুব-নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিতে অংশ নিন। বিশ্বজুড়ে যুবক-যুবতীরা একটি ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজম প্রচার চালাচ্ছে, যার লক্ষ্য মেয়েদের ন্টের বৈচিত্র্য এবং একটি পুনর্বিবেচিত ভবিষ্যতের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাড়ানো।

পটনার কুর্সিতে সেই নীতীশই!

দশম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন, মঞ্চে মোদী, শাহ, যোগী, চন্দ্রবাবুরা

নয়াদিল্লি ঃ দশম বারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথগ্রহণ করলেন নীতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় পটনার গান্ধী ময়দানে নীতীশকে শপথবাক্য পাঠ করান বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা। নীতীশ ছাড়াও মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ২৫ জন বিধায়ক। শপথগ্রহণ করেছেন আগের মন্ত্রিসভায় নীতীশের দুই ডেপুটি, বিজেপির বিজয় সিনা এবং সম্রাট চৌধরি। একটি সূত্রের দাবি, এ বারও এই দু'জনকেই উপমুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ এনডিএ-র ছবি তুলে ধরতে শপথগ্রহণের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নায়ডু, এলজেপি (আর) নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (হাম)-র নেতা জিতনরাম মাঝি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপিশাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন জেডিইউ-র বিজয়কুমার চৌধরি, বিজেন্দ্রপ্রসাদ যাদব, শ্রেয়ান কুমার, অশোক চৌধরি, লেসি সিংহ, মদন সাহনি, সুনীল কুমার এবং মহম্মদ জামা খান। বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে সম্রাট এবং বিজয় ছাড়াও শপথগ্রহণ করেন দিলীপ জয়সওয়াল, মঙ্গল পান্ডে, সঞ্জয় সিংহ টাইগার, রমা নিষাদ, অরুণশঙ্কর প্রসাদ, রামকৃপাল যাদব, নীতিন নবীন এবং সুরেন্দ্রপ্রসাদ মেহতা। জিতনরামের দল হাম-এর তরফে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন সন্তোষ সুমন।

মাঝের কয়েক মাস বাদ দিলে ২০০৫ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত পটনার কুর্সিতে বসেছেন নীতীশই। ২০ বছরে বহু রাজনৈতিক অদলবদল ঘটেছে, একাধিক বার জোট বদলে ভিন্ন ভিন্ন দল বা জোটের হাত ধরেছেন নীতীশ। কিন্তু বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে নীতীশই থেকে গিয়েছেন। এ বারে বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র ঝুলিতে গিয়েছে ২০২টি আসন, যা সরকার গঠনের জন্য দরকারি সংখ্যা (১২২)-র চেয়ে অনেক বেশি। নির্বাচনে বিজেপি (৮৯টি আসন)-র সঙ্গে কার্যত পাল্লা দিয়ে আসন বাড়িয়েছে নীতীশের দল জেডিইউ-ও। তারা জিতেছে ৮৫টি আসন। নানা কারণে পটনার গান্ধী ময়দান বিহারের এক ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৭৪ সালে এখান থেকেই 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'র ডাক দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, যিনি রাজনৈতিক মহলে 'জেপি' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। নীতীশের কাছেও জায়গাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ২০০৫, ২০১০, ২০১৫ সালে এখানেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন নীতীশ। ২০২৫ সালে দশম বারের জন্য ওই মাঠেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ৭৪ বছর বয়সি জেডিইউ নেতা।

দিল্লিতে অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান

নয়াদিল্লি ঃ দিল্লি পৌঁছেছিলেন নির্ধারিত সফরসূচির এক দিন আগেই। মঙ্গলবার রাতে। বুধবার সন্ধ্যায় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে 'কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ' (সিএসসি)-এর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সম্মেলন। তার এক দিন আগেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার। মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অপরাধে সোমবার বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে সে দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। ঘটনাচক্রে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী গত বছরের অগস্ট থেকে ভারতেই রয়েছেন। তাঁকে প্রত্যর্পণের জন্য ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লিকে বার্তা দিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার। এই আবহে ডোভাল-খলিলুর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ। বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বৈঠকের কথা জানানো হলেও আলোচ্যসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। নয়াদিল্লিতে ভারত মহাসাগরীয় এলাকার পাঁচটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত 'কলম্বো সিকিউরিটি কনক্লেভ'-এর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সম্মেলনে যোগ দিতে অক্টোবরেই খলিলুরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ডোভাল। বস্তুত, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাই এ বারের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে প্রথমে জানানো হয়েছিল বুধবার দিল্লি পৌঁছবেন খলিলুর।

'আমরা আরবিআই কর্তা'!

ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ক্যাশভ্যানের পথ আটকায় দুষ্কৃতীরা, ৩০ মিনিটে সাত কোটি টাকা লুট বেঙ্গালুরুতে

নয়াদিল্লি ঃ উড়ালপুলের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটছে ক্যাশ ভ্যানটি। আচমকা উড়ালপুলের মাঝে তার পথ আটকায় দু'টি গাড়ি। তার পরে সেই গাড়িগুলি থেকে নেমে আসেন পাঁচ-ছ'জন। সোজা ক্যাশ ভ্যানের কাছে গিয়ে তাঁরা নিজেদের 'আরবিআই কর্তা' বলে পরিচয় দেন! তার পরেই ওই ভ্যানে থাকা সাত কোটি টাকা ডাকাতি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মাত্র ৩০ মিনিটে।জানা গিয়েছে, ওই ক্যাশভ্যানে তিনটি ব্যাঙ্কের নগদ ছিল। ওই টাকা নিয়ে এটিএম যাওয়া হচ্ছিল। ভ্যানে চালক ছাড়াও ছিলেন তিন কর্মী। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই ক্যাশভ্যানটিকে দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর এক উড়ালপুলের উপর আটকানো হয়। দুষ্কৃতীরা নিজেদের 'আরবিআই কর্তা' বলে পরিচয় দিয়ে কর্মীদের জানান, আরবিআইয়ের নির্দেশিকা লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে তাঁদের সংস্থার বিরুদ্ধে। সেই কারণে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে, তাই কর্মীদের যেতে হবে থানায়। দুষ্কৃতীদের কথা বিশ্বাস করে নেন ওই ক্যাশভ্যানে থাকা তিন কর্মী। তাঁদের নিয়ে একটি গাড়িতে ওঠে দুই দুষ্কৃতী। বাকিদের মধ্যে দু'জন উঠে পড়ে ক্যাশ ভ্যানে। বাকিরা ছিল মারুতিতে। তার পরেই তিনটি গাড়ি রওনা দেয় থানার উদ্দেশে। কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পরে দুই গাড়ির রাস্তা ভাগ হয়ে যায়। মারুতির পিছন পিছন চলে যায় ক্যাশ ভ্যানটি। আর অন্য গাড়িতে ছিলেন ওই ভ্যানের তিন কর্মী।

অভিযোগ, কিছু পথ যাওয়ার পর গাড়ি থেকে তিন কর্মীকে নেমে যেতে বলা হয়। জানানো হয়, তাঁরা যেন থানায় পৌঁছে যান। অন্য দিকে, ক্যাশ ভ্যানটির চালককে বলা হয়, "থানায় নিয়ে যাওয়ার আগে টাকা ভর্তি বাক্সগুলি আরবিআই অফিসে নিয়ে যেতে হবে।" রাস্তার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয় ক্যাশভ্যানের চালককে। তত ক্ষণে অন্য গাড়িটিও চলে আসে মারুতি ভ্যানের কাছে। তার পরে বন্দুক দেখিয়ে চালককে নির্দেশ দেওয়া হয়, ভ্যানে থাকা সব ক্যাশ বাক্সগুলি মারুতি এবং অন্য গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য। তার পরে চালককে রাস্তার মাঝে ফেলে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।ওই তিন কর্মী সিদ্দাপুরা থানায় গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা কাটলেও ক্যাশভ্যান এবং 'আরবিআই কর্তারা' না-আসায় সন্দেহ হয় তাঁদের।তখনই পুলিশকে গোটা ঘটনা জানান। বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার সীমান্তকুমার সিংহ বলেন, "আমরা এই ঘটনার প্রত্যেকটা দিক খতিয়ে দেখছি। দুষ্কৃতীদের খোঁজে পুলিশের আটটি দল বিভিন্ন দিকে তল্লাশি চালাচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।"সঞ্জয় নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, দুষ্কৃতীদের একটি গাড়িতে সরকারি লোগো লাগানো ছিল। তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই গাড়ির নম্বরপ্লেটও ভুয়ো। তবে মালিকের খোঁজ শুরু হয়েছে।

পুতিনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংঘাতের রাস্তায় নামল পোল্যান্ড, এ বার রুশ কনস্যুলেট বন্ধ করার নির্দেশ জারি

নয়াদিল্লি ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে এ বার রাশিয়ার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক দ্বৈরথে নামল পোল্যান্ড। বুধবার সে দেশের দানেস্ক শহরের রুশ কনস্যুলেট বন্ধ করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পোল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী রাদোস্লাভ সিকোরস্কি এ কথা ঘোষণা করে বলেন, "নিরাপত্তাজনিত কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

সম্প্রতি, পোল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলে ইউক্রেন সীমান্তবর্তী এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ওয়ারশা-লুবলিন রেললাইনের দু'টি অংশ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। রেললাইনের বিদ্যুৎসংযোগ ব্যবস্থাতেও আঘাত হানা হয়। পোল্যান্ডের অভিযোগ, রুশ বাহিনীর মদতপুষ্ট মিলিশিয়া ওই নাশকতার জন্য দায়ী। তারই জেরে দানেস্কের রুশ দূতাবাস চালানোর অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সিকোরস্কি। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক মঙ্গলবার সে দেশের পার্লামেন্টে বক্তৃতায় জানান, রেললাইনে নাশকতার জন্য দায়ী দুই ইউক্রেনীয় নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইউক্রেনের ডনবাস (ডনেৎস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলকে একত্রে এই নামে ডাকা হয়) প্রদেশের বড় অংশই রুশ বংশোদ্ভূত। তাদের নিয়ে গঠিত মিলিশিয়া ২০২২ সালের গোড়ায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই মস্কোর হয়ে কাজ করছে। আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নেটোর (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন) সদস্য দেশ পোল্যান্ড অতীতেও ইউক্রেনে সক্রিয় রুশ মিলিশিয়ার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ তুলেছে। আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে রুশ সেনার ড্রোনের বিরুদ্ধে। চলতি বছর রুশ বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধেরও ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী টাস্ক। এ বার সরাসরি কূটনৈতিক সংঘাতের পথে হাঁটলেন তিনি। পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশয়ের রুশ দূতাবাস আগেই বন্ধ হয়েছে। সে দেশে একমাত্র দানেস্কের কনস্যুলেটের মাধ্যমেই এতদিন কূটনৈতিক যোগাযোগ চালু ছিল।

'আমার অঙ্গদান কোরো'!

দিল্লিতে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী পড়ুয়া, সুইসাইড নোটে জানায় শেষ ইচ্ছা

নয়াদিল্লি ঃ দীর্ঘ দিন ধরে স্কুল শিক্ষকদের 'নির্যাতনে' মানসিক অবসাদে ভুগছিল বছর ষোলোর দিল্লির কিশোর! শেষ পর্যন্ত বুধবার মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। পুলিশ তার কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। কেন সে ওই পথ বেছে নিল, তা লিখে রেখে গিয়েছে নোটে। একই সঙ্গে নিজের শেষ ইচ্ছার কথাও জানিয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ রাজেন্দ্র প্লেস মেট্রো স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই কিশোর। পরিবার সূত্রে খবর, দুপুরে নাটকের ক্লাসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। তবে এমন কাণ্ড ঘটাবে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি পরিবারের কেউই। ওই কিশোরের থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে।

এক ঊর্ধতন পুলিশ কর্তা জানান, ওই নোটে কিশোর প্রথমে নিজের পরিচয় লিখেছিল। একই সঙ্গে ফোন নম্বরও ছিল। তার পরেই লেখে, কেন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সে জানায়, স্কুল শিক্ষকেরা তাকে প্রায়ই নানা কারণে বকাঝকা করতেন। সেই কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। শেষে আর সহ্য করতে না-পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এই পদক্ষেপের জন্য বাবা-মা এবং দাদার কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। তার অনুরোধ, মৃত্যু পর যেন তার অঙ্গদান করা হয়। ছাত্রের বয়ান, "দুঃখিত বাবা-মা, দাদা। আমাকে ক্ষমা করে দিও।আমার মৃত্যুর পর যদি আমার কোনও অঙ্গ সচল থাকে তো, তা দান করে দিও তোমরা। তাতে অন্য কারও প্রাণ বাঁচবে।" মৃতের বাবার দাবি, তাঁর ছেলের মানসিক সমস্যা নিয়ে বার বার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। সাহায্যের পরিবর্তে প্রায়ই খারাপ ব্যবহার করতেন শিক্ষকেরা। মঙ্গলবার স্কুলে নাটকের ক্লাস ছিল। সেখানে মহড়া চলাকালীন ভুলবশত তাঁর ছেলে পড়ে যায়। সেখানে উপস্থিত শিক্ষক তাঁকে সাহায্য না-করে উল্টে ধাক্কা মারেন। বাড়ি ফেরার পর থেকে এই নিয়ে মনমরা ছিল। কিন্তু এমন কাজ করবে তা ভাবতেও পারেননি বলে জানান মৃত পড়ুয়ার বাবার।সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখিত স্কুল শিক্ষকদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

অনির্দিষ্ট কাল বিল আটকে রাখা ঠিক নয়!

তবে রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি ঃ কোনও বিলে রাজ্যপাল সম্মতি না-দিলে সেটি ফের বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে হবে। রাজ্যপাল বিল আটকে রাখতে পারবেন না। 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স' মামলায় বৃহস্পতিবার এমনই পর্যবেক্ষণের কথা জানাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গবইয়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি ছাড়াও সাংবিধানিক বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি পিএস নরসিংহ এবং বিচারপতি এএস চন্দরকর।

কোনও বিল রাজ্যের আইনসভায় পাশ হওয়ার পর রাজ্যপালের কাছে গেলে, তাঁর কী করণীয়, তা ব্যাখ্যা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত জানায়, রাজ্যপালের সামনে তিনটি সাংবিধানিক বিকল্প রয়েছে। ১) বিলটিতে সই করা, ২) সেটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো, ৩) সম্মতি না-দিয়ে বিলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠানো। একই সঙ্গে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছে, এই তিনটি বিকল্পের মধ্য থেকে কোনটি বেছে নেবেন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্যপালই। এটি আদালতের বিবেচনার বিষয় নয় বলে জানায় সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি গবই বলেন, "রাজ্যপালকে কত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেই সময়সীমাও আদালত নির্ধারণ করে দিতে পারে না।"একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি তাঁদের কাজ কী ভাবে করছেন,তা আদালতের বিচারযোগ্য নয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে কোনও পদক্ষেপ না-করা, অনির্দিষ্ট কাল ধরে বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা এবং সেটির কোনও ব্যাখ্যা না দেওয়াএই সমস্ত ক্ষেত্রে আদালত সীমিত নির্দেশ দিতে পারে, যাতে তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন। বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে শীর্ষ আদালত জানায়, রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের কাজের উপর সাধারণ ভাবে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ করা যায় না। তবে দীর্ঘ দিন ধরে নিষ্ক্রিয়তা থাকলে সাংবিধানিক আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে জানিয়েছে সাংবিধানিক বেঞ্চ।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ উদ্ধৃত করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কোনও বিল নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে রাষ্ট্রপতিকে প্রতি বার শীর্ষ আদালতের মতামত চাইতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। অনুচ্ছেদ ১৪২ অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ক্ষমতা পূরণ করতে পারে না বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, বিল আইনে পরিণত না হলে, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সম্মতি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার পরেই এই বিষয়ে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে শীর্ষ আদালতের সামনে ১৪টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এ ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির থেকে মতামত নেওয়ার পর গত জুলাই মাস থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি বিআর গবইয়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চে।সাধারণত, কোনও রাজ্যের আইনসভায় বিল পাশ হলে তা সম্মতির জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়। রাজ্যপাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে তা ভারতীয় সংবিধানের ২০০ ধারা অনুসরণ করে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেন। সংবিধানের ২০১ ধারা অনুযায়ী, কোনও বিল রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে তাঁর সামনে দু'টি বিকল্প থাকে হয় ওই বিলে সম্মতি জানানো, অথবা তা নাকচ করে দেওয়া। কিন্তু এই কাজের জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে কোনও সময়সীমা দেওয়া হয়নি। তা নিয়েই বার বার বিতর্ক দানা বেঁধেছে।এই আবহে গত ১২ এপ্রিল তামিলনাড়ু সরকারের দায়ের করা এক মামলার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিকে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশ নিয়ে আপত্তি তোলেন উপরাষ্ট্রপতি-সহ অনেকেই। রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের আছে কি না, সেই প্রশ্নও ওঠে। এ বিষয়ে শীর্ষ আদালতের পরামর্শ চেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল, তারা রাজ্যপালকে বিল সইয়ের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার বিরোধী।

বাংলাদেশে রাজসাক্ষী আরও এক প্রাক্তন পুলিশকর্তা!

নয়াদিল্লি ঃ বাংলাদেশে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে রাজসাক্ষী হলেন আরও এক প্রাক্তন পুলিশকর্তা। আগুলিয়ায় ছ'জনকে পুড়িয়ে খুনের ঘটনায় রাজসাক্ষী হিসাবে বুধবার ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে জবানবন্দি দিয়েছেন প্রাক্তন এসআই শেখ আবজালুল হক। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো এই খবর জানিয়েছে। আবজালুল ঘটনার সময় আশুলিয়া থানায় কর্মরত ছিলেন। আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার পর তিনি রাজসাক্ষী হয়ে তদন্তপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুন মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাজসাক্ষী হিসাবে জবানবন্দি দিয়েছেন। এই মামলায় হাসিনা, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এবং আল-মামুন ছিলেন প্রধান তিন অভিযুক্ত। গত সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল তাতে রায় ঘোষণা করেছে। হাসিনা এবং আসাদুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী হওয়ায় আল-মামুন ছাড় পেয়েছেন। তাঁকে পাঁচ বছরের কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইবুনাল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দু'জনই পলাতক এবং বর্তমানে ভারতে আশ্রয়ী। আল-মামুনের পর আবজালুল দ্বিতীয় কোনও পুলিশকর্তা, যিনি এই মামলায় রাজসাক্ষী হলেন। হাসিনাদের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি কারণে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল আশুলিয়ার ঘটনা। অভিযোগ, গত ৫ অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের জেরে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে হাসিনা দেশ ছাড়তে বাধ্য হলে আশুলিয়ায় ছাত্র ও জনতার 'বিজয়মিছিল' বেরিয়েছিল। তা থানার দিকে এগোলে পুলিশ গুলি চালায়। পরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় মৃতদেহে। জবানবন্দিতে আবজালুল এই ঘটনা নিশ্চিত করেছেন। জানিয়েছেন, ওসি এএফএম সায়েদের নির্দেশে এএসআই বিশ্বজিৎ সাহা এবং আর এক জন মিছিলে গুলি চালিয়েছিলেন। তবে লাশে আগুন ধরাতে তিনি দেখেননি বলে দাবি করেছেন।

আট বছর পর আদালতে বেকসুর খালাস কমলাসাগর মণ্ডলের সদস্য সৈকত দেবনাথ

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। দীর্ঘ আট বছরের আইনি লড়াইয়ের শেষে অবশেষে বেকসুর খালাস হলেন কমলাসাগর মণ্ডলের সদস্য ও তৎকালীন বিজেপি নেতা সৈকত দেবনাথ। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিশালগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা তাঁর বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং পরে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। বিশালগড় মহকুমা আদালতে দীর্ঘ শুনানি, সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার পর আদালত জানায়ভানুলাল সাহার অভিযোগ যথেষ্ট ভিত্তিহীন। ফলে বৃহস্পতিবার আদালত সৈকত দেবনাথকে সম্পূর্ণ বেকসুর খালাস ঘোষণা করে। রায় ঘোষণার পর কমলাসাগর মণ্ডল ও বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। মণ্ডল সভাপতি কাজল সরকার ও সহ-সভাপতি দীপ্তনু দাস জানান, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিজেপি কর্মীদের দমন করার জন্য বহু নেতাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হত। সেই ধারাবাহিকতায় সৈকত দেবনাথও অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছিল বলে তাদের অভিযোগ। দীপ্তনু দাস বলেন, “২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর কিছু দুষ্কৃতিকারীর দ্বারা ভানুলাল সাহার ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটানো হয়। অথচ সেই ঘটনার দায় অযথাই চাপানো হয় সৈকত দেবনাথের ওপর। আমরা বছরের পর বছর আদালতে ন্যায়ের আশায় উপস্থিত থেকেছি। আজ আদালত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে।” রায়ের পর বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা সৈকত দেবনাথকে ফুলমাল্য দিয়ে সংবর্ধনা জানান এবং শোভাযাত্রার মাধ্যমে কমলাসাগরে নিয়ে যান। নেতাকর্মীদের বক্তব্যএই রায় প্রমাণ করেছে যে আইন ও গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা আজও অটুট। তারা আরও সতর্কবার্তা দেন যে ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর আগে বিরোধী দলগুলোর “সাতবার চিন্তা করা উচিত”। সৈকত দেবনাথ বলেছেন, আদালতের রায়ে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন এবং ন্যায়বিচারের জন্য তিনি সবসময় আইনের উপর আস্থা রেখেছেন।

কাঞ্চনপুর থানায় অনুষ্ঠিত হল শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। *সন্ধ্যায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং উৎসবের আমেজে মুখরিত হয়ে উঠেছিল কাঞ্চনপুর থানা প্রাঙ্গণ। কাঞ্চনপুর আরক্ষা দপ্তর ও স্থানীয় এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে এদিন মহা ধুমধামে আয়োজিত হয় শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা। থানা চত্বরে চারদিকে আলোকসজ্জা ও সজ্জার বাহার যা উৎসবের রঙ আরও বাড়িয়ে তোলে। পূজার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উদ্বোধনের পর তিনি বলেন এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাজকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। পুলিশ প্রশাসন ও জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতাই আমাদের শক্তি। এই পূজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক ডাঃ দীপক কুমার, যিনি পূজা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে আয়োজকদের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশীষ ঠাকুর, এডিসি সদস্য এম, ডি, সি শৈলেন্দ্র নাথ। কাঞ্চনপুর বাজার কমিটির সম্পাদক টাবলু বড়ুয়া, সমাজসেবী গৌতম রায়, চন্দ্র তাপ সেন্দু নাথ সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পূজা উপলক্ষে থানা প্রাঙ্গণে সমবেত হন। পূজাকে কেন্দ্র করে ছিল নানা কর্মসূচি ধর্মীয় পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ, প্রসাদ বিতরণ, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও সন্ধ্যারতি। উপস্থিত ছিলেন বহু ভক্ত, স্থানীয় অধিবাসী এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কড়া এবং সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত। থানা প্রাঙ্গণে পুলিশের উদ্যোগে এমন উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে দেখা গেছে ব্যাপক আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। স্থানীয়দের মতে এ ধরনের পূজা পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করে। সব মিলিয়ে, ধর্মীয় ভক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক আবহে পূর্ণ ছিল কাঞ্চনপুর থানার শ্যামা পূজা। আট প্রতিযোগিতায় শিশু দের কে ট্রফি দিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। দুস্ত পরিবার দের মধ্যে ১১৩ শীতের বস্ত্র বিতরণ করেন।*

সূর্যের আলোয় শক্তির বিপ্লব

বিদ্যুৎ নিগমের উদ্যোগে সোলার টেকনিশিয়ানদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে রাজ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি মুকুটের নতুন পালক যোগ করেছে। পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার সফল বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই রাজ্য পাঁচ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাইলফলক ছুঁতে চলেছে। এখন লক্ষ্য আরও বড়যেন প্রতিটি গ্রাহক নিশ্চিন্তে, নিরাপদে এবং ঝামেলাহীনভাবে এই সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। সেই কারণেই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড জিআইজেড---এর সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা বাড়াতে দুই দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।
বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড এর মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু এবং ট্রেডার ভারপ্রাপ্ত মহা নির্দেশক দেবব্রত শুক্ল দাস। মোট ৪৫ জন টেকনিশিয়ানকে নিয়ে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য একটাইরুফটপ সোলার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে এমন দক্ষতা তৈরি করা, যাতে গ্রাহকরা কখনো অসুবিধায় না পড়েন, বরং আরও আস্থা ও আগ্রহ নিয়ে যোজনার সঙ্গে যুক্ত হন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে বিদ্যুৎ সচিব পরিষ্কার করে দেন যে মানুষের সন্তুষ্টিই শেষ কথা। কোনো সমস্যা যেন দক্ষ হাতে সমাধান হয়এটাই তাঁর মূল বার্তা। ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুও বলেন, টেকনিশিয়ানদের দক্ষতা এবং আচরণই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতে আরও কত মানুষ এই যোজনার দিকে এগিয়ে আসবেন।
এই প্রশিক্ষণের পেছনে রয়েছে জিআইজেড---এর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বে সৌর পিভি সিস্টেমের অপারেশন ও মেইনটেনেন্স নিয়ে প্রশিক্ষণ উপকরণ, কারিকুলাম এবং নীতিমালা তৈরি করে থাকে। এই নির্দেশিকাগুলোতে সিস্টেমের মনিটরিং, নিরাপত্তা, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে জটিল ত্রুটি নির্ণয়সব কিছুই বিস্তারিতভাবে সাজানো থাকে।
রাজ্যের বিভিন্ন ভান্ডারদের সঙ্গে যুক্ত থাকা টেকনিশিয়ানদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণেও সেই মান বজায় রাখা হয়েছে। সৌর প্রযুক্তির ভিত্তি, ইনভার্টার—ব্যাটারি—কন্টোলারসহ সিস্টেম উপাদানগুলোর কাজ, নিরাপত্তা বিধি, ইনস্টলেশন পদ্ধতি, কমিশনিং, পারফরম্যান্স মনিটরিং এবং ত্রুটি সমাধানসবই থাকছে দুই দিনের পাঠ্যসূচিতে। উল্লেখ্য, এর আগে আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে জিআইজেড---এর সহায়তায় নিগমের ৫৩ জন ম্যানেজারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও ম্যানেজার, ভেন্ডার এবং টেকনিশিয়ানদের একইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকি প্রকৃত ভোক্তারা যারা বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন করেছেনতাঁদের জন্যও আলাদা প্রশিক্ষণ আনার কথা জানিয়েছেন বিশ্বজিৎ বসু।
রাজ্যের নবায়নযোগ্য শক্তি যাত্রা তাই শুধু উৎপাদনে নয়, গ্রাহক কেন্দ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের ওপরও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। ত্রিপুরার সৌরযাত্রা এইভাবেই আরও দ্রুত এগোতে চায়।

তিপ্রামথার দলীয় কার্যালয়ে অগ্নি সংযোগের অভিযোগ

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। বুধবার গভীর রাতে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় জিরানীয়াখলা এলাকার তিপ্রা মথার পার্টি অফিস। স্থানীয় নেতৃত্বদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই এই নাশকতামূলক ঘটনা ঘটানো হয়েছে। রাতের অন্ধকারে আচমকা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে পার্টি অফিসটি। আগুনের তীব্রতায় মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দলীয় কার্যালয়। ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পৌঁছান এলাকার বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তিপ্রা মথার অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বিধায়িকা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে শাসক দল এবং শরিক তিপ্রা মথার মধ্যে কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা, হামলা-প্রতিহামলার অভিযোগ উঠে এসেছে। এই ঘটনার পিছনেও সেই রাজনৈতিক সংঘাতের ছায়া রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ওভাল অফিসে মামদানির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প !

বললেন, নিজেই দেখা করতে চেয়েছেন নিউ ইয়র্কের ‘কমিউনিস্ট মেয়র’

নয়াদিল্লি ঃ নির্বাচনের আগে বার বার কটাক্ষ করেছেন। কখনও বলেছেন ‘উন্মাদ কমিউনিস্ট’। কখনও আবার ভোটে জিতলে নিউ ইয়র্কের জন্য আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিতেও ছাড়েননি। এ বার সেই জোহরান মামদানির সঙ্গেই বৈঠকে বসতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে এই বৈঠক হবে।
বুধবার সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প জানিয়েছেন, শুক্রবার নিউ ইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র মামদানির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে দেখা করবেন তিনি। আলাদা করে উল্লেখ করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই বৈঠকের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন মামদানি নিজেই। সেই মতো বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ট্রাম্প লিখেছেন, “নিউ ইয়র্ক সিটির কমিউনিস্ট মেয়র জোহরান ‘কোয়ামে’ মামদানি একটি বৈঠকের জন্য অনুরোধ করেছেন। আমরা তাতে রাজি হয়েছি। বৈঠকটি ২১ নভেম্বর, শুক্রবার, ওভাল অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে!”
আমেরিকার রাজনীতিতে বামঘেঁষা ডেমোক্র্যাট বলে পরিচিত মামদানি। আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডায় জন্ম হলেও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ভারতীয় চিত্রপরিচালক মীরা নায়ার এবং উগান্ডার খ্যাতনামী লেখক মাহমুদ মামদানির পুত্র তিনি। এ হেন মামদানিকে নিয়ে নির্বাচনের আগে থেকেই সমালোচনা করে আসছেন ট্রাম্প। ৪ নভেম্বরের নির্বাচনের প্রাক্কালে ট্রাম্প এ-ও বলেছিলেন, মামদানির জয় হলে তা নিউ ইয়র্কের জন্য ‘সম্পূর্ণ ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়’ হবে। বলেছিলেন, “যদি নিউ ইয়র্ক কমিউনিস্ট মেয়র বেছে নেয়, তা হলে আমি ওই শহরের জন্য ফেডারেল অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দেব, যত ক্ষণ না আইন আমাকে তা দিতে বাধ্য করছে।” অবশ্য সে সবে লাভ হয়নি। ট্রাম্পের ধারাবাহিক আক্রমণের পর ট্রাম্পেরই দলের প্রার্থীকে শোচনীয় ভাবে হারিয়েছেন মামদানি। ডেমোক্র্যাট শিবিরের মনোনীত প্রার্থী মামদানি পেয়েছেন ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট। সেখানে রিপাবলিকান প্রার্থী কুর্টিস স্লিওয়া ভোট পেয়েছেন মাত্র ৭ শতাংশ! মেয়র নির্বাচনে জয়ের পর মার্কিন প্রেসিডেন্টকে খোঁচা দিয়ে মামদানি বলেছেন, “ডোনাল্ড ট্রাম্প, আপনাকে আমি চারটি শব্দ বলতে চাই আরও জোরে চিৎকার করুন!”
অবশ্য তার পর খানিক সুর নরম করেছেন ট্রাম্প। মামদানির সঙ্গে তিনি কি যোগাযোগ করবেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, “মামদানির আমাদের সঙ্গে সত্যিই যোগাযোগ করা উচিত। আমি এখানেই রয়েছি। দেখা যাক কী হয়। তবে আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাই ওঁর জন্য ভাল হবে।” ট্রাম্প আরও জানিয়েছিলেন, তিনি ‘খুবই ক্ষুব্ধ’! কারণ, তিনি নিউ ইয়র্ককে ভালবাসেন। নতুন মেয়রকে ভাল কাজ করতে দেখতে চান বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

গ্রামীন কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে যুব মোর্চার মানবিক পদক্ষেপ

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। সামাজিক কাজে এগিয়ে এলো যুব মোর্চার সদস্যরা। কদমতলা মন্ডল যুব মোর্চা ও দক্ষিণ কদমতলা শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ ঘটিকায় কৃষকদের সহায়তায় ধান কাটা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলো।এদিন স্থানীয় শক্তি কেন্দ্রের প্রমূখ,আকবর আলী ও কদমতলা মন্ডল যুব মোর্চার সম্পাদক ঝুনু মিয়ার নেতৃত্বে যুব মোর্চার প্রায় ৪০ জন সদস্যরা মিলে দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে বাসিন্দা আব্দুল হান্নানের একখানি পাকা ধান কাটার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।এতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মান্না দে,কদমতলা কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি অমিতাভ নাথ,যুব মোর্চার সহ-সভাপতি জন্মজিৎ কানু সহ মন্ডলের অন্যান্য সদস্যরা।উদ্যোক্তারা জানান,প্রতিবছরই কদমতলা মন্ডলের উদ্যোগে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে এবছর এই প্রথম দক্ষিণ কদমতলা শক্তি কেন্দ্রের এই বিশেষ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় তারা আগামী দিনে কদমতলা ব্লক এলাকার প্রত্যেকটি শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগ এই ধানকাটা কর্মসূচি অব্যাহত রেখে গ্রামীন কৃষকদের পাশে দাঁড়াবেন বলে জানান অমিতাভ নাথ।তিনি আরো বলেন,,কৃষক যেকোনো রাজনৈতিক দলেরই ব্যক্তি বা সমর্থক হতে পারে, তাঁকে চিহ্নিত করে এই সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হবে না।সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধে উঠে যে সমস্ত অসহায় কৃষক বন্ধুরা ধান ক্ষেত করেছে অথচ পাখা ধান কাটার সামর্থ্য নেই’তাঁদের পাশে দাঁড়াবে যুব মোর্চা।
এদিকে যুব মোর্চার সহ-সভাপতি জন্মদিন কানু বলেন,,বিরোধীদের কাছে কোন ইস্যু নেই তাই,যুব মোর্চার এসব সামাজিক কর্মসূচি দেখে বিরোধীরা কটাক্ষ করে,তাদের তো অস্তিত্ব নেই,যেটা বিহার নির্বাচনের ফলাফলেই প্রমাণিত হয়েছে।বিরোধীদের চোপড়া সাফ হয়ে গিয়েছে,দিন দিন মানুষ বিজেপি দলকে ভরসা করেছে,দলের প্রতি আসা রেখে এগিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষ,
বিগত দিনে কৃষকদের কি অবস্থান ছিল, আজকের দিনে তা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে,গতকালই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিটি কৃষক বন্ধুদের একাউন্টে সরাসরি ২০০০ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন।তিনি বলেন আগামী দিনেও এধরনের কর্মসূচি আরো বৃহৎ আকারে করার চেষ্টা করবে কদমতলা কর্তি মন্ডল যুব মোর্চা।

বনদপ্তরের অভিযানে ১২০ ফুট চোরাই কাঠ উদ্ধার

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। *খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন লক্ষীনারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকার খামারটিলা এলাকায় বন দপ্তরের বিশেষ অভিযানে এক বাড়ি থেকে বেআইনি মজুত করা ১২০ ফুট চোরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে একটি দল ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ মজুত থাকতে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সব কাঠ জব্দ করা হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বন দপ্তর জানিয়েছে, অবৈধ কাঠ পাচার রুখতে আগামী দিনে আরও কঠোর অভিযান পরিচালনা করা হবে।*

উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ২৩তম সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে বর্ণাঢ্য মিছিল

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ২৩তম সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের সুনীতি বালা ভবন থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাধা চরণ দেববর্মা, সিপিআইএমের উত্তর জেলার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য বিশ্বরূপ গোস্বামীসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।
মিছিল ঘুরে কৈলাসহর শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। সংগঠনের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা এবং গণঅধিকার রক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতেই এদিনের এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান নেতৃত্ববৃন্দ।

হাসিনাকে হাতে পেতে আবার ইন্টারপোলের সাহায্য চাইতে চলেছে ঢাকা !

নয়াদিল্লি ঃ ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে এ বার দেশে ফেরাতে চেয়ে ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হচ্ছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার! বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হাসিনাদের ফেরাতে ইন্টারপোলের সাহায্যের কথা ভাবছে ইউনূস প্রশাসন। কী ভাবে এই সাহায্য চাওয়া যায়, তার পরিকল্পনাও চলছে। ২০২৪ সালের জুলাই-অগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশ। অভিযোগ, সেই সময় ওই আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান! তবে আন্দোলনের তেজ এতটাই ছিল যে, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন হাসিনা। তার পরেই বাংলাদেশ ছাড়েন তিনি। সেই থেকে ভারতেই রয়েছেন হাসিনা। শুধু তিনি একা নন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন আসাদুজ্জামানও। তাঁরা দেশে না-থাকলেও তাঁদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের শুনানি হয় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে। সওয়াল-জবাব, সাক্ষ্যগ্রহণের পর সোমবার হাসিনাদের দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয় বাংলাদেশের আদালত। সাজা ঘোষণার পর থেকেই হাসিনাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৎপর হয় সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে হাসিনাদের ফেরত দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়। শুধু তা-ই নয়, দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়া প্রত্যর্পণ চুক্তির কথাও নয়াদিল্লিকে মনে করিয়ে দিয়েছে ঢাকা। বিবৃতিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়, মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিদের (হাসিনা ও আসাদুজ্জামান) দ্বিতীয় কোনও দেশ যদি আশ্রয় দেয়, তবে তা ‘অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ’ হবে, যা ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল! ভারতের কাছে তাদের আবেদন, অবিলম্বে যেন হাসিনাদের বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সেই বিবৃতির পাল্টা বিবৃতি জারি করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকও। তারা জানায়, হাসিনাদের সাজা ঘোষণা সম্পর্কে অবগত। ভারত সবসময় বাংলাদেশের মানুষের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার পক্ষেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, হাসিনাদের প্রত্যর্পণ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে চিঠিও দেবে ইউনূস প্রশাসন।
যদিও এখানেই থেমে থাকতে চাইছে না বাংলাদেশ সরকার। সরকারি আইনজীবী গাজি এমএইচ তামিম জানান, অতীতেই দুই পলাতক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য ইন্টারপোলের কাছে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে সাজা ঘোষণার পর ইন্টারপোলের কাছে দোষী সাব্যস্ত পরোয়ানার ভিত্তিতে নতুন করে ‘রেড কর্নার নোটিস’ জারির আহ্বান করা হবে।

১৩ ঘণ্টা ধরে বিদুৎ নেই! জরুরি পরিষেবার অচলতায় ফুঁসছে জনতা

খবরে প্রতিবাদ, ২০ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের ডিভিশন—২—এর অধীনে কৃষ্ণপুর উত্তর, মধ্য কৃষ্ণপুর ও দক্ষিণ ঘিলাতলীর একাংশ সোমবার রাত সাড়ে নয়টা থেকে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত টানা প্রায় ১৩ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। রাতভর অন্ধকারে ডুবে থাকা এলাকাগুলোতে চরম দুর্ভোগের ছবি সামনে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগরাত থেকেই দপ্তরের দেওয়া জরুরি নম্বরে একাধিকবার ফোন করেও যোগাযোগ করা যায়নি। ফোন সবসময়ই পাওয়া গেছে “সুইচ অফ”। জরুরি পরিষেবার নম্বর যদি কার্যত অচল থাকে, তবে মানুষ সহায়তা চাইবে কোথায়এই প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় সকালে ক্ষোভ নিয়ে বহু মানুষ সরাসরি তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ ডিভিশন অফিসে হাজির হন।

অভিযোগ, সকাল সাড়ে দশটায় গিয়েও অফিসে ম্যানেজারকে পাওয়া যায়নি। ঠিক সেই সময় সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার অরুনাভ দাস জানান, “রাতে কোনো স্টাফ থাকে না, তাই সমস্যা জানা যায়নি। সকালে টিম মাঠে গিয়ে ত্রুটি খুঁজে বের করবে।” কিন্তু এই মন্তব্যে আরও ক্ষোভ বেড়েছে সাধারণ মানুষের। প্রশ্ন উঠছে যেখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজই জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করা, সেখানে রাতের বেলায় স্টাফ অনুপস্থিত থাকে কীভাবে? জরুরি নম্বর সুইচ অফ থাকে কেন? স্থানীয়দের বক্তব্য, “রাতভর ফোন করলামকেউ ধরল না। অফিসে গেলামম্যানেজার নেই। বিপদের সময়ে আমরা কার কাছে যাব?” ১৩ ঘণ্টার এই অচলাবস্থা শুধু বিদ্যুৎ বিভ্রাট নয়, প্রশাসনিক গাফিলতির নগ্ন চিত্রও সামনে এনেছে। মানুষের প্রশ্নএভাবে চলতে থাকলে বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যকারিতা নিয়ে আস্থা রাখবে কীভাবে সাধারণ জনতা?

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751